ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায়
তিতাস নদীর উপর Y আকৃতির ৭৭১ মিটার দীর্ঘ

"শেখ হাসিনা তিতাস সেতু"

শুভ উদ্বোধন করেন

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০১ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

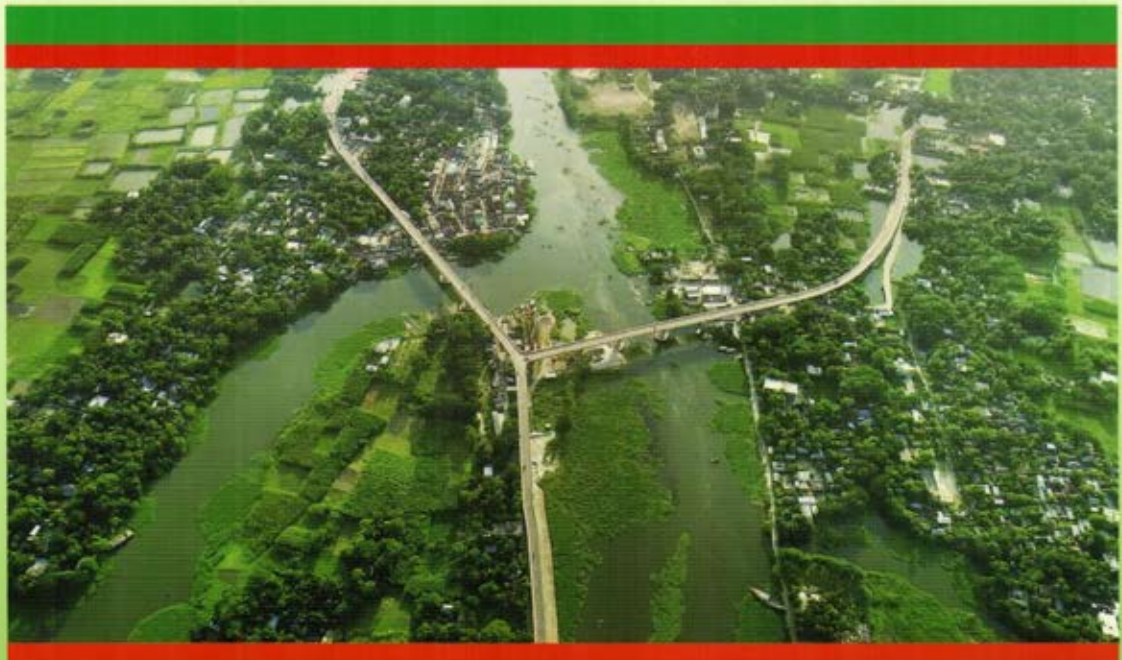

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পটভূমি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় তিতাস নদীর উপর Y আকৃতির ৭৭১ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা তিতাস সেতু"

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও বেগবান করতে প্রয়োজন শক্তিশালী গ্রামীণ পরিবহন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য নদ-নদী। এসব নদী একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে পাশাপাশি সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরী করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে সারাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে ২০১০ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্যতম বৃহৎ একটি উপজেলা, যার মধ্য দিয়ে তিতাস নদী প্রবাহিত। এ উপজেলায় রয়েছে ছোট-বড় অনেক খাল ও হাওর। বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ফরদাবাদ ইউনিয়নের চরলোহানিয়া ও ছলিমাবাদ ইউনিয়নের ভুরভুরিয়া এবং পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর- এই তিনটি এলাকাকে "Y" আকৃতিতে তিনটি খণ্ডে বিভাজিত করেছে তিতাস নদী।

এসব এলাকায় রয়েছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার। প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার লোক রামকৃষ্ণপুর-ভুরভুরিয়া ও চরলোহানিয়া অংশে তিতাস নদী পার হয়ে উপজেলা ও জেলা সদরে যাতায়াত করে। একটি সেতুর দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল এলাকাবাসির। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নসহ এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের জন্য "Y" আকৃতির ৭৭১ মিটার দীর্ঘ এ সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়।

সারাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় এলজিইডির অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগণের ডিজাইন, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে তুলনামূলক কম খরচে দৃষ্টিনন্দন এ সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই সেতুটি নির্মাণের ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সঙ্গে কুমিল্লা জেলার হোমনা ও মুরাদনগর এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আপামর জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করতে যাচ্ছে।

এ সেতুটি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির একটি সফল বাস্তবায়ন, যা এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখবে।

শেখ হাসিনা তিতাস সেতুর তথ্য কণিকা :

- প্রকল্পের নাম - উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এ অনুমোদনের তারিখ - ৯ মার্চ ২০১০ খৃষ্টাব্দ
- প্রকল্প বাস্তবায়নকাল - মার্চ ২০১০ থেকে জুন ২০২০ খৃষ্টাব্দ
- অর্থায়নে - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- কাজের নাম - ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার চরলোহানিয়া এবং ভুরভুরিয়া গ্রাম বাঞ্ছারামপুর-রামকৃষ্ণপুর, হোমনা সড়কে তিতাস নদীর ওপর "Y" আকৃতির সেতু নির্মাণ
- সেতুর নাম - শেখ হাসিনা তিতাস সেতু
- মোট ব্যয় - ভূমি অধিগ্রহণসহ ৯৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা (ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা)

সেতুর উল্লেখ্যযোগ্য প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য :

- সেতুর ধরণ - প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
- দৈর্ঘ্য - ৭৭১ মিটার
- প্রস্থ - ৮.১ মিটার (ক্যারেজওয়ে ৬.১ মিটার, উভয়পার্শ্বে ফুটপাত ০.৭৫ মিটার)

সাব স্ট্রাকচার :

- এবাটমেন্ট সংখ্যা ৩ টি
- পিয়ার সংখ্যা ২২ টি
- পাইল সংখ্যা ৩০২ টি

সুপার স্ট্রাকচার :

- মোট স্প্যান সংখ্যা ২৪ টি। যার মধ্যে -
  - ৪২ মিটার দীর্ঘ ১০ টি এবং
  - ২৫ মিটার দীর্ঘ ১৪ টি

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :

- ন্যূনতম নৌযান চলাচল উচ্চতা - ৭.৬২ মিটার (সর্বোচ্চ বন্যা সীমা থেকে)
- রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে
- প্রটেকশনসহ এ্যাপ্রোচ রাস্তার দৈর্ঘ্য সর্বমোট ২২৮১ মিটার যার মধ্যে -
  - ভুরভুরিয়া প্রান্তে: ৮৬৬ মিটার
  - চরলোহানিয়া প্রান্তে: ৭১০ মিটার
  - রামকৃষ্ণপুর প্রান্তে: ৭০৫ মিটার

জমি অধিগ্রহণ :

- মোট জমি অধিগ্রহণ - ৭.৮৬২ একর
  - ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ৫.৮৪৭ একর
  - কুমিল্লা জেলায় ২.০১৫ একর।

সেতু নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা :

- সেতুটি নির্মাণের ফলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার হোমনা ও মুরাদনগরের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হলো। এর ফলে বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরের সাথে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা সদরের দূরত্ব ১২ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।
- হোমনা উপজেলা থেকে এ সেতুটি ব্যবহার করে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক হয়ে কুমিল্লার সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে হোমনার সঙ্গে কুমিল্লা শহরের দূরত্ব ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।
- নারায়ণগঞ্জের গাউছিয়া ও ঢাকার পূর্বাচল হয়ে হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের সাথে মুরাদনগরের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার কমে এসেছে।
- সেতুটি সংযোগকারী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করবে।

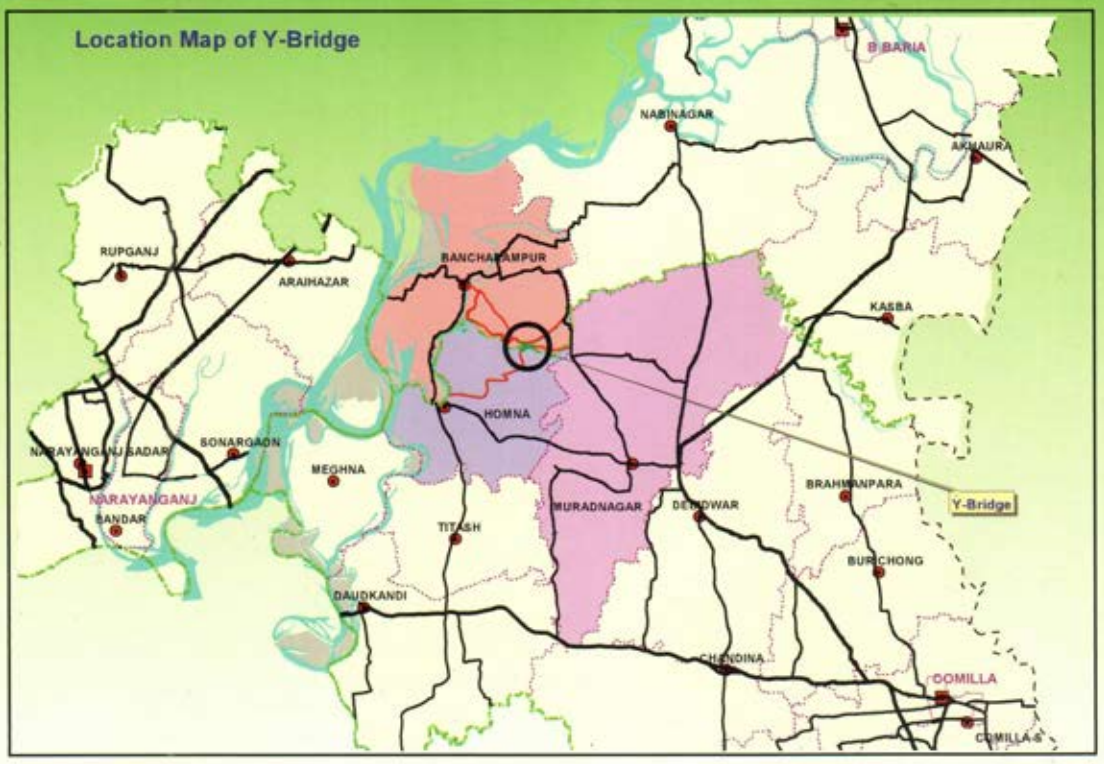
Location Map of Y-Bridge
B.BARIA
NABINAGAR
ASHAURA
RUPGANJ
ARAIHAZAR
RANCHARAMPUR
KASBA
HOMNA
NARAYANGANJ SADAR
SONARGAON
MEGHNA
NARAYANGANJ
SANDAR
MURADNAGAR
BRAHMANPARA
Y-Bridge
TITASH
BURICHONG
DAUDKANDI
COMILLA
COMILLA S